تأليف

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

যে দোয়া কবুল হবেই

শাইখ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বাদ্‌র

যে দোয়া কবুল হবেই

মূল : শাইখ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বাদ্‌র
উস্তাজ : আকিদা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব

অনুবাদ : শাইখ মুহাম্মাদ ইমরান বিন ইদরিস
শিক্ষক : মাদরাসাতুল হাদীস আস-সালাফিয়াহ, সাবগ্রাম, বগুড়া সদর, বগুড়া

সম্পাদনা : শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী
লিসান্স : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব
মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

দারুলকারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد.

যাবতীয় প্রসংশা মহান আল্লাহর, যিনি প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ফযীলাতুশ শাইখ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বাদ্‌র রচিত الدعاء الذي لا يرد বইটি **"যে দোয়া কবুল হবেই"** শিরোনামে অনূদিত হয়ে দারুল কারার পাবলিকেশন্স হতে প্রকাশের তাওফীক দান করেছেন। অতঃপর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অজস্র ধারায় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

দোয়া কোনো প্রকার উপকরণ ও সরঞ্জাম বিহীন এমন এক মোক্ষম হাতিয়ার যার মাধ্যমে বান্দা মহান রবের সান্নিধ্য অর্জন করে অসাধ্য সাধন করতে পারে খুব সহজেই। দোয়া করা কাঙ্ক্ষিত বস্তু ও আরাধ্য বিষয় অনায়াসে প্রাপ্তির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। কিছু আদব, কিছু নির্দিষ্ট সময় ও পন্থায় দোয়া করা হলে তা কবুল হবেই মর্মে শরীয়তে প্রমাণিত। এমন একটি চমৎকার, আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংকলন করায় লেখকের জন্য আন্তরিক দোয়া : আল্লাহ যেন এই বইটিকে তার নাজাতের ওসীলা বানিয় দেন। অতঃপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অনুবাদকের যিনি তা অনুবাদ করে প্রকাশের নিমিত্তে পেশ করেন। আল্লাহ তার ইলম উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিন এবং ভবিষ্যতে ইসলামের বিশিষ্ট খাদিম ও দাঈ হিসাবে কবুল করুন। আমীন!

পাঠক মহলের নিকট আবেদন, বইটি নির্ভুল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা আমাদের অবহিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান রবের নিকট বিনীত প্রার্থনা : তিনি লেখক অনুবাদক সহ সকলের শ্রমকে কবুল করে ইহকালে শান্তি ও পরকালে নাজাতের ওসীলা করে দিন। আমীন!

বিনীত
প্রকাশক

সম্পাদকের বাণী

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

আল্লাহর দরবারে অসংখ্য সিজদায়ে শোকর, যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ মাখলুক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর যে পন্থায় জীবন-যাপন করলে তার সন্তুষ্টি লাভ করে চিরসুখের আবাস জান্নাত অর্জন করা যায় তার যাবতীয় পথ বাতলে দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তার আহলে বায়ত এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার অনুসারীগণের প্রতি।

দারুল কারার পাবলিকেশন্স থেকে **"যে দোয়া কবুল হবেই"** বইটি প্রকাশ হবে শুনে প্রিত হলাম। বইটিতে দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত, শর্ত ও আদব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে মুমিনের দোয়া বৃথা না যায়, বরং অবশ্যই কবুল হয়। তাই কলেবর ছোট্ট হলেও এটা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অসাধারণ বই। কেননা বান্দা যদি তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু কোনো প্রকার শারীরিক শ্রম ও অর্থ ব্যয় ব্যতীত কেবল তার রবের নিকট দোয়া করার মাধ্যমেই পেয়ে যায়, তাহলে আর কী চাই!

বইটির বিষয়বস্তু অতিশয় উপকারী এবং অনুবাদও মা-শা-আল্লাহ খুব সুন্দর হয়েছে। প্রতিটি মুমিনকে তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে এ গুরুত্বপূর্ণ বইটি প্রভূত সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। তাই বইটি দ্রুত ছাপানোর পরামর্শ দেয়া হলো।

দোয়া করি, দারুল কারার পাবলিকেশন্স নির্ভেজাল ইসলামের প্রচার-প্রচারে এগিয়ে যাক এবং সময়োপযোগি বই-পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামের পথে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হোক। আমীন!

২৫/৭/২০২২

আব্দুল্লাহ শাহেদ

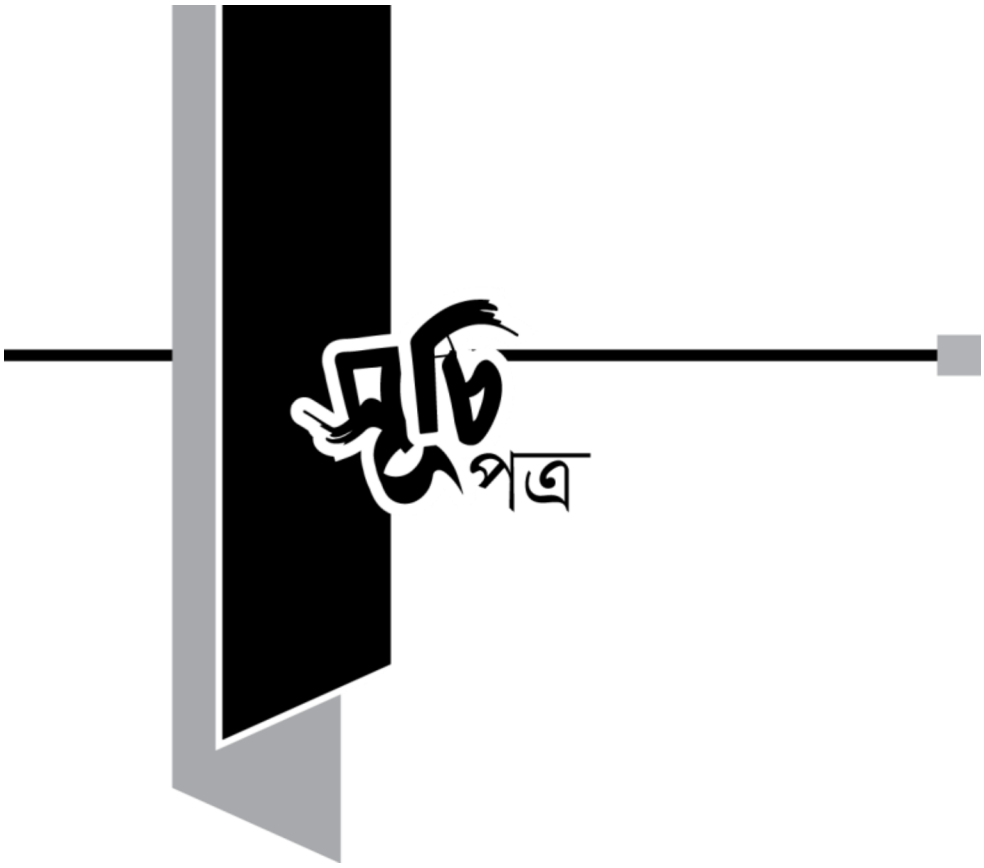

লেখক পরিচিতি..... ৯

অনুবাদকের কথা.....১০

ভূমিকা ১৪

যেসব বিষয় একত্রিত ও সমন্বিত হলে দোয়া কবুল হবেই..... ২২

প্রার্থনাকৃত বিষয়ে মন স্থির রাখা এবং যাবতীয় মনোযোগ তাতেই নিবদ্ধ করা ২২

দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময় অনুসন্ধান করা..... ২৫

(ক) রাতের শেষ তৃতীয়াংশ : ২৫

(খ) আযানের সময় :..... ২৬

(গ) আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় : ২৭

(ঘ) ফরজ সালাতের শেষ অংশ :..... ২৮

(ঙ) জুমু'আর দিন ইমাম মিম্বারে ওঠা থেকে সালাত শেষ করা পর্যন্ত : ২৯

(চ) আসরের সর্বশেষ সময়..... ৩১
অন্তরে একাগ্রতা নিয়ে আসা, প্রভুর সামনে নিজেকে পূর্ণরূপে সঁপে দেয়া, তার প্রতি নত হওয়া, তার অনুগত হওয়া এবং বিনয়ী ও নম্র হওয়া..... ৩২
দোয়া করার সময়ে কেবলামুখী হওয়া..... ৩৪
দোয়া করার সময় পবিত্র অবস্থায় থাকবে..... ৩৫
আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে দোয়া করবে..... ৩৬
দোয়া করার পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগাণ করবে। অতঃপর তার নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর দরূদ পড়ে দোয়া করা শুরু করবে..... ৩৮
দোয়া করার পূর্বে তাওবা ও ইস্তেগফার করা..... ৪০
বিরতিহীনভাবে দোয়া করতে থাকা, কিন্তু দোয়া কবুলের জন্য তাড়াহুড়া না করা..... ৪২
দোয়া করার সময় কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার প্রবল আশা এবং আল্লাহর শাস্তির ভয়..... ৪৪
আল্লাহর তা'আলার নাম ও গুণাবলীসমূহ এবং তার তাওহীদের ওসীলা করে দোয়া করা..... ৪৭
দোয়া করার আগে দান-সাদাকা করা ৫২
ঐসব দোয়া অনুসন্ধান করা যেসব দোয়া কবুল হবে মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংবাদ দিয়েছেন..... ৫৩
আমাদের বইসমূহ..... ৫৬

লেখক পরিচিতি

ড. আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসীন বিন হামদ আল-আব্বাদ আল-বাদ্‌র ২২ জিলহজ্জ ১৩৮২ হিজরী সনে মদীনা শহরের আজ-জুলফী নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এর কুল্লিয়াতুশ শারিয়া থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আক্বিদা বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আকীদা বিভাগ থেকে ডক্টরস ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আকীদা বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের একজন শিক্ষক।

যাদের নিকট তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

১. শায়খ আব্দুল মহসিন আল আব্বাদ

২. আব্দুল্লাহ আল গুনায়মান

৩. আলি নাসের ফাকিহি

তার লিখিত কিতাবসমূহ

বিভিন্ন প্রান্তে তার বিভিন্ন লেখনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো হচ্ছে :

১. ফিকহুল আদইয়াহ ওয়াল আযকার (চার খন্ডে)

২. আল-হাজ্ব ওয়া তাহযিবুন নুফুস

৩. আত-তাবয়ীন লি দাওয়াতিল মারয ওয়াল মুছাবি-ন

৪. আযকারুত তহারা ওয়াস সালাত

এছাড়াও তার লিখিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

অনুবাদকের কথা

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد.

আলহামদুলিল্লাহ! প্রশংসা মাত্রই এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। সালাত ও সালাম মুষলধারে বর্ষিত হোক আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবার, তাঁর সহচর ও অনুসারীদের উপর।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানবজাতিকে প্রেরণ করেছেন একমাত্র তারই ইবাদত করার জন্য। আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে উত্তম একটি ইবাদত হলো তার নিকট দোয়া করা। মহান আল্লাহর বাণী,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।[১]

১. সূরাহ বাকারাহ ২ : ১৮৬

সময় স্বল্পতা, শত সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দারুল কারার পাবলিকেশন্স বইটিকে পাঠক মহলে পেশ করেছে এই জন্য পাবলিকেশন্সের প্রতি রইল অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই তাদেরকে যারা আমাকে এতদূর পর্যন্ত আসতে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে, বিশেষ করে পাবলিকেশন্সের পরিচালক সম্মানিত আল-আমীন বিন ইউসুফ (হাফি.)-কে যিনি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং বইটি পাঠক মহলে পেশ করতে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!!

আশা করি পাঠকবৃন্দ বইটি পড়ে তদানুযায়ী দোয়া করত আল্লাহর নিকট থেকে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু চেয়ে নিতে সচেষ্ট হবেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

والله الموفق والمستعان وعليه التكلان

বিনীত
মুহাম্মাদ ইমরান বিন ইদরিস

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। শ্রেষ্ঠ নবী ও সর্বশেষ রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ এর উপর, তার পরিবারবর্গের উপর এবং তার সকল সাহাবীদের উপর দরূদ ও শান্তির অজস্র ধারা বর্ষিত হোক।

আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের অনেক আয়াতে তাঁর বান্দাদেরকে দোয়া করতে আদেশ করেছেন এবং তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন বলে ওয়াদাও করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۝٦٠﴾

আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৬]

৬. সূরাহ আল-মু'মিন ৪০ : ৬০

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ﴾

নিশ্চয় আমার রব আহ্বান শ্রবণকারী।[৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾﴾

আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।[৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴿٥٦﴾﴾

তোমরা বিনিতভাবে এবং গোপনে তোমাদের রবকে ডাক। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর যমিনে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আর আল্লাহ্কে ভয় ও আশা নিয়ে ডাক। নিশ্চয় আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের খুব নিকটে।[৯]

৭. সূরাহ ইব্রাহীম ১৪ : ৩৯
৮. সূরাহ বাকারাহ ২ : ১৮৬
৯. সূরাহ আল-আ'রাফ ৫ : ৫৫-৫৬

এ বিষয়ে আল-কুরআনুল কারীমে আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে দোয়া করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং আগ্রহী করে তুলেছেন যদিও তিনি তাদের ও তাদের দোয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী। যেমনটি হাদীসে কুদসীতে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ".

আবূ যার ﵁ থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ওহে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজ সত্তার উপর অত্যাচারকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও তা হারাম বলে ঘোষণা করছি। অতএব তোমরা একে অপরের উপর

অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ছিলে পথভ্রষ্ট, তবে আমি যাকে সুপথ দেখিয়েছি সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের হিদায়াত দান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত, তবে আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে আহার্য চাও, আমি তোমাদের আহার করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই বস্ত্রহীন, কিন্তু আমি যাকে পরিধান করাই সে ব্যতীত। অতএব তোমরা আমার কাছে পরিধেয় চাও, আমি তোমাদের পরিধান করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন অপরাধ করে থাকো। আর আমিই সব অপরাধ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অনিষ্ট করতে পারবে না, যাতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই এবং তোমরা কখনো আমার উপকার করতে পারবে না, যাতে আমি উপকৃত হই।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত, তোমাদের মানুষ ও জিন জাতির মধ্যে যার অন্তর আমাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাতে আমার রাজত্ব একটুও বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত, তোমাদের সকল মানুষ ও সকল জিন জাতির মধ্যে যার অন্তর সবচাইতে পাপিষ্ঠ তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাহলে আমার রাজত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। হে আমার বান্দা! তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি কোনো বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে আবদার করে আর আমি প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করি তাহলে আমার কাছে যা আছে তাতে এর চাইতে বেশি হ্রাস পাবে না, যেমন কেউ সমুদ্রে একটি সূঁচ ডুবিয়ে দিলে যতটুকু তা থেকে হ্রাস পায়। হে আমার বান্দারা। আমি তোমাদের ‘আমলই তোমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখি। এরপর পুরোপুরিভাবে তার বিনিময় প্রদান করে থাকি। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণ অর্জন করে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা

করে। আর যে তা ব্যতীত অন্য কিছু পায়, সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে।[১০]

এতো কিছু সত্ত্বেও বান্দারা যেন তার নিকটে চায় এটা তিনি পছন্দ করেন। দোয়া করার প্রতি একজন বান্দা যত বেশি গুরুত্ব দেবে, সে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসাও তত বেশি পাবে। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ".

আল্লাহর নিকট দোয়ার চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ কোনো কিছু নেই।[১১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, " إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ " যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট চায় না, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন।[১২]

اَللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ... وَبُنَيَّ أَدَمُ حِيْنَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ...

আল্লাহর নিকট না চাইলে তিনি রাগ করেন আর বনী আদম তথা মানুষের নিকট কোনো কিছু চাওয়া হলে সে রাগ করে।[১৩]

সুতরাং বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাঁর নিকট প্রার্থনাকারীদেরকে কতই না ভালোবাসেন। তিনি তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করবেন—যখন তাদের দোয়ার মাঝে শরয়ী

১০. সহীহ মুসলিম ২৫৭৭

১১. তিরমিযী ৩৩৭০, আলবানী ﵀ তার সহীহুল জামে (৫৩৯২) গ্রন্থে একে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

১২. তিরমিযী ৩৩৭৩, আলবানী ﵀ তার সহীহুল জামে (২৪১৮) গ্রন্থে একে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

১৩. শুআবুল ঈমান ১১০০